পলতাঘাট জেটি খোলার দাবিতে ছাত্রছাত্রীদের জিটি রোড অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চাঁপদানি ঃ হুগলির পলতাঘাট জেটি এপ্রিল মাস থেকে বন্ধ থাকার জন্য ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের চরম সমস্যা তৈরি হয়েছে। ওপারে যেতে হচ্ছে ঘুরপথে। তাই পলতাঘাট খোলার দাবিতে চাঁপদানি জিটি রোড অবরোধ করল ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষ। অবরোধকারীদের মধ্যে বেশিরভাগই স্কুল পড়ুয়া। ব্যারাকপুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও ইছাপুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। তাদের বক্তব্য, বিগত কয়েক মাস ধরে পলতাঘাট বন্ধ থাকায় ভোর রাতে তাদেরকে ঘুম থেকে উঠে কয়েক কিমি দূরে অন্য ঘাট থেকে বিদ্যালয়ে পৌঁছতে হয়। বারবার প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনও কাজ না হওয়ায় এদিন বাধ্য হয়ে তারা পথ অবরোধে সামিল হয়েছে। এদিন সকাল সোয়া ৯টা নাগাদ তারা জিটি রোডে পলতা মোড় অবরোধ করে। পলতাঘাট খোলার দাবিতে পোস্টার হাতে পড়ুয়ারা রাস্তায় বসে পড়ে। অবরোধের জেরে সারি সারি গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে। পড়ুয়াদের পাশে এসে অবরোধে সামিল হন সাধারণ যাত্রীরাও। ভদ্রেশ্বর থানার আইসি ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবিষয়ে মহকুমাশাসকের সাথে তাদেরকে বসিয়ে আলোচনার আশ্বাস দিলে প্রায় ২ ঘন্টা পরে অবরোধ ওঠে। এবিষয়ে ছাত্রী শিবানী কুমারী জানায়, পলতাঘাট বন্ধ থাকার কারণে আমাদের স্কুলে যেতে দেরি হচ্ছে। তার ফলে প্রতিদিন স্কুলে নানা হয়রানির স্বীকার হতে হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাদের সমস্যার কথা শুনতে নারাজ। অন্যদিকে অবরোধকারীদের দাবিকে সমর্থন জানান চাঁপদানি পুরসভার পুরপ্রধান সুরেশ মিশ্রও। তিনি বলেন, পাকা জেটি করানোর নামে গত ২৬ এপ্রিল এই ঘাট জেলাশাসকের নির্দেশে বন্ধ করা হয়। কিন্তু তারপর থেকে কোনও কাজই শুরু হয়নি। আমি নিজে আট-দশবার জেলাশাসকের সাথে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।

লিখিত প্রতিশ্রুতি এল ভাবাদিঘিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ কিছুদিন আগে হুগলির গোঘাটের ভাবাদিঘিতে রেলপ্রকল্প নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে ভাবাদিঘির আন্দোলনকারীরা তাঁদের জন্য সুবিধাদানের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিগুলি লিখিত আকারে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। ওই বৈঠকেই জেলাশাসক তাঁদের সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে বলে কথা দিয়েছিলেন। এবার হুগলি জেলাশাসকের পক্ষ থেকে লিখিত আকারে সেই প্রতিশ্রুতি ভাবাদিঘির আন্দোলনকারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হল। জেলা শাসকের স্বাক্ষরিত ওই লিখিত প্রতিশ্রুতিতে বলা হয়েছে ভাবাদিঘির দুদিকে ৪.৭৭ একর এবং ৬.১৮ একর অর্থাৎ মোট ১০.৯৫ একর নতুন করে দিঘি খনন করে সম্প্রসারিত করে দেওয়া হবে। এপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যে অংশে ওই দিঘি খনন করা হবে তার জমির মালিকরা ইতিমধ্যেই সম্মতি দিয়েছেন। এছাড়া ভাবাদিঘি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হবে। ভাবাদিঘি সংলগ্ন নবাসনে থাকা সাব হেলথ সেন্টারটি উন্নীত করা হবে অথবা ভাবাদিঘিতে নতুন করে একটি সাব হেলথ সেন্টার তৈরি করা হবে। ভাবাদিঘিতে একটি হল্ট স্টেশনের প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছে। ওই স্টেশনে যে সমস্ত দোকানঘর তৈরি হবে সেগুলি ভাবাদিঘির জমিদাতাদের মধ্যে লটারি করে বিলি করা হবে। এছাড়া রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য সামাজিক সুবিধাও ভাবাদিঘির জমিদাতাদের দেওয়া হবে। এর বাইরেও যদি আন্দোলনকারীদের আর কোনও দাবি থাকে তাহলে তা জেলাশাসক বা মহকুমাশাসকের কাছে লিখিতভাবে জানানোর কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে অনুরোধ করা হয়েছে সরকারি এই লিখিত প্রতিশ্রুতির পর যাতে দ্রুত রেলপ্রকল্পের কাজ নতুন করে শুরু করা যায় সে ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে বলা হয়েছে। যদিও এই লিখিত প্রতিশ্রুতি পৌঁছানোর পর ভাবাদিঘির আন্দোলনকারীদের কাছ থেকে ইতিবাচক কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। আন্দোলনকারীদের পক্ষে সুকুমার রায়, বিমল মালিক, দীনবন্ধু রায় প্রমুখরা বলেন, যে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কোনও সরকারি প্যাডে দেওয়া হয়নি। নেই কোনও সরকারি শীলমোহরও। এমনকি তারিখও দেওয়া নেই। জেলাশাসকের যে স্বাক্ষর আছে তাও কার কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এযেন আমাদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা হচ্ছে। আমাদের এখানে মানুষজন ইংরেজি তেমন জানে না। তবুও প্রতিশ্রুতিগুলি সব ইংরেজিতে লিখে পাঠানো হয়েছে। আমাদের সাফ কথা, দিঘি বাঁচিয়ে রেল চলুক। আমরা আর কিছু বুঝতে চাই না।

কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বর পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর রীতা মণ্ডলের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ ওই ওয়ার্ডেরই বাসিন্দা এক মহিলার। আহত মহিলা তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বৃহস্পতিবার বিকালে তারকেশ্বর সাহাপুরের বাসিন্দা রীতা ঘোষকে গোবর ফেলা নিয়ে বচসার জেরে দলবল নিয়ে আক্রমণ চালান কাউন্সিলর বলে অভিযোগ। মারধরের ঘটনার অভিযোগ অস্বীকার করে কাউন্সিলর রীতা মণ্ডল বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ওই মহিলা কয়েকটি গোরু, মোষ পালন করে তাদের বর্জ্য পদার্থ পৌরসভার রাস্তার ওপর ফেলে নোংরা করছিলেন। বারে বারে বলেও তিনি শুনছিলেন না। পুরসভার পক্ষ থেকে লোক দিয়ে বহুবার পরিষ্কার করা হয়। এলাকার মানুষ লিখিত অভিযোগ জানান পৌরসভায়। গত ৩ তারিখে পৌরসভার পক্ষ থেকে রাস্তায় পরে থাকা বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কার করানোর পরে ওই রাস্তার উপর পুনরায় নোংরা ফেলায় স্থানীয় বাসিন্দারা ওই মহিলার বাড়িতে যায়। বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিই। পরে শুনতে পাই, আমার নামে অভিযোগ করছেন ওই মহিলা। আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অন্যদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে হুগলি জেলা পাকসু মোর্চার সভাপতি গণেশ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল আহত মহিলাকে হাসপাতালে দেখতে যান। তাঁরা জানতে পারেন আহত ওই মহিলাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার। আহত মহিলার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন আরপি এফ, জিআরপি। মহিলার পরনে ছিল কালো প্যান্ট ও লাল কুর্তা। মহিলার কাছে পাওয়া ব্যাগে ঠিকানা দেখে পুলিশ সূত্রে জানা যায় মহিলার নাম রংচিকা আগরওয়াল। বাড়ি কলকাতার শেরুপিয়ার সরণিতে। তারকেশ্বর থেকে শেরুপিয়র থানায় যোগাযোগ করে ওই মহিলার বাড়িতে খবর পাঠানো হয়। তারকেশ্বর পৌরসভার পক্ষ থেকে বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্সে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তবে কীভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে সংজ্ঞাহীন হলেন সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত করছে রেলপুলিশ।

তারকেশ্বরে রেলের কামরায় সংজ্ঞাহীন মহিলা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বরে ট্রেন থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক মহিলাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বছর তিরিশের সংজ্ঞাহীন ওই মহিলাকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তিকরল আরপি এফ, জিআরপি। মহিলার পরনে ছিল কালো প্যান্ট ও লাল কুর্তা। মহিলার কাছে পাওয়া ব্যাগে ঠিকানা দেখে পুলিশ সূত্রে জানা যায় মহিলার নাম রংচিকা আগরওয়াল। বাড়ি কলকাতার শেরুপিয়ার সরণিতে। তারকেশ্বর থেকে শেরুপিয়র থানায় যোগাযোগ করে ওই মহিলার বাড়িতে খবর পাঠানো হয়। তারকেশ্বর পৌরসভার পক্ষ থেকে বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্সে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তবে কীভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে সংজ্ঞাহীন হলেন সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত করছে রেলপুলিশ।

৬নং ওয়ার্ডে নিকাশি সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ

কথা রাখলেন পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগ পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল নিকাশির সমস্যা দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে আরামবাগ ৬নং ওয়ার্ডের ভৌগোলিক অবস্থান অনেকটাই গামলার মতো হওয়ায় এখানে একটু বৃষ্টিতেই জল জমে যায়। বর্ষাকালে তো অবস্থা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়। তাই এই ওয়ার্ডের বিদ্যাসাগরপল্লী, আন্দিমহল্লা, মাঠ পাড়া ইত্যাদি এলাকার বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরেই জল নিকাশি সমস্যা সমাধানের জন্য আরামবাগ পুরপ্রধানের কাছে দাবি জানিয়ে এসেছেন। এবছরও বর্ষার শুরুতেই এই ওয়ার্ডের অবস্থা বেহাল হয়ে দাঁড়ায়। রবিবারের বৃষ্টিতে ওয়ার্ডের রাস্তাগুলি জলে ডুবে যায়। ফলে সাধারণ মানুষ যাতায়াতের সমস্যায় পড়েন। ওই রাস্তা দিয়ে জল বেরিয়ে যাওয়ার কোনও উপায় না থাকায় জমা জলের মধ্যে দিয়েই এলাকার বাসিন্দাদেরকে পারাপার হতে হচ্ছিল। খবর পেয়েই সোমবার সকালে পুরপ্রধান স্বপন নন্দী নিজে এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই জল বের করে দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীকে প্রতিশ্রুতি দেন। এরপরেই তাঁর নির্দেশ মতো স্থানীয় তৃণমূল নেতা দিবাকর মণ্ডল ও সেখ বেলাল এব্যাপারে উদ্যোগী হন। ওই জমা জল বের করতে পুরপ্রধান নিজেও সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শুক্রবার সকালে ওই জমা জল বের করতে জেসিবি মেশিন দিয়ে নিকাশি নালা কাটা হয়। এছাড়াও পুরসভার কর্মী ও শ্রমিকদেরকেও কাজে লাগানো হয়। এরপরেই ওই এলাকার জমা জল অনেকটাই বেরিয়ে যায়। এই জল নর্দমার মধ্যে দিয়ে সুপারের খালে পৌঁছবে। এদিন সকালে পুরপ্রধান স্বপন নন্দী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিষয়টি তদারক করেন। সঙ্গে ছিলেন ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতৃত্ব। এবিষয়ে পুরপ্রধান স্বপন নন্দী বলেন, ভৌগোলিক কারণে এই ওয়ার্ডসহ আরামবাগ পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের নিকাশি সমস্যা রয়েছে। ভূগর্ভস্থ নর্দমা তৈরির মধ্যে দিয়ে এই সমস্যা সমাধানের কাজ চলছে। বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে কাজ শেষ হয়েছে। বাকি ওয়ার্ডগুলিরও কাজ হয়ে গেলে আর কোনও সমস্যা থাকবে না। বিভিন্ন ওয়ার্ডে ধাপে ধাপে কাজ হচ্ছে।

এছাড়াও নর্দমা পরিষ্কারের জন্য পৌরসভার পক্ষ থেকে একটি নতুন জেসিবি মেশিন কেনা হয়েছে বলে তিনি জানান। এদিকে নিকাশি সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পুরপ্রধান দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় এলাকাবাসী সন্তুষ্ট। তাঁরা পুরপ্রধানের এই কাজের প্রশংসা করেছেন।

তারকেশ্বরে সুব্রত কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ একদিকে চলছে বিশ্বকাপ, অন্যদিকে সুব্রত কাপের প্রথম পর্যায়ের খেলা। এই নিয়ে হুগলির তারকেশ্বর জুড়ে ফুটবল উন্মাদনা। চন্দননগর মহকুমা এলাকায় সুব্রত কাপ প্রতিযোগিতার প্রথম পর্যায়ের খেলা তারকেশ্বর দলপুরে অনুষ্ঠিত হল। মূলত অনূর্ধ্ব ১৪ ও অনূর্ধ্ব ১৬ স্কুল স্তর থেকে এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। কয়েকটি ধাপে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। তারকেশ্বরে এই প্রথম সুব্রত কাপের খেলা হওয়ায় ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

রবি ও নজরুল স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ শুক্রবার হুগলির আরামবাগে বাতানল সাধারণ পাঠাগারে 'স্মরণে রবি ও নজরুল' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাতানল অঞ্চল প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দীপক মাজি প্রমুখ।

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগের লিংকরোডে একটি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিয়ে যাওয়ার পথে ছিনতাইয়ের শিকার হলেন খানাকুলের রাধাবল্লভপুরের শম্ভুনাথবাবু। জানা গেছে, ব্যাঙ্কের ৬০ হাজার এবং নিজের কাছে থাকা ৬৫ হাজার টাকা তিনি বাইকে ব্যাগের মধ্যে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনই ছিনতাইকারীরা সেটি ছিনিয়ে নেয়।

বাজ পড়ে মোডেম অকেজো, ডাকঘরে ব্যাহত পরিষেবা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ বাজ পড়ে ডাকঘরের টেলিকম নেটওয়ার্কের মোডেম পুড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন গ্রাহকরা। এরফলে ডাকঘর থেকে অনলাইন সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেছে। ঘটনাটি হুগলির পুরশুড়ার দেউলপাড়া ডাকঘরের। উল্লেখ্য, এই ডাকঘরের অধীনে রয়েছে আরও ৬টি শাখা ডাকঘর। সেগুলি হল নিমডাঙ্গী, কুলবাত পুর, ঘরগোয়াল, আলাটী, নছিপুর এবং বৈকুণ্ঠ পুর। এর অধীনে প্রায় ৩০-৩৫টি গ্রামের মানুষ পরিষেবা পান। তাই মোডেম না পাল্টানোয় বিপাকে পড়েছেন গ্রাহক থেকে কর্মী সকলেই। প্রয়োজনীয় কাজে ডাকঘরে গিয়ে পরিষেবা না পেয়েই ফিরে যেতে হচ্ছে তাঁদের। এবিষয়ে একটি শাখা ডাকঘরের আধিকারিক বলেন, সংশ্লিষ্ট টেলিকম সংস্থাকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

কিন্তু তাদের বক্তব্য, এত ঘন ঘন বাজ পড়লে মোডেম পাল্টানো সম্ভব নয়। অন্যদিকে গ্রাহকদের প্রশ্ন, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার উপর কারও হাত নেই। কিন্তু মোডেম না সারালে বা পাল্টে না দিলে পুরো ডাকঘরই তো অচল হয়ে পড়ে থাকবে। তাই তাঁরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই মোডেম পাল্টে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

পুরশুড়ায় বাইকের ধাক্কায় মৃত বৃদ্ধা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃতার নাম লক্ষীবালা খাঁ (৭২)। বাড়ি হুগলির পুরশুড়ার মসিনান গ্রামে। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মসিনান ফুটবল মাঠ সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, লক্ষীদেবী এদিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ আরামবাগ-তারকেশ্বর প্রধান সড়কটি পারাপার করছিলেন। তখন সোনপুর থেকে সাঁওতাগামী একটি বাইক তাঁকে ধাক্কা মারে। তিনি গুরুতর জখম হন। স্থানীয় মানুষ তাঁকে শ্রীরামপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

বিষ খেয়ে আত্মঘাতী বৃদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক বৃদ্ধ। মৃতের নাম কাশীনাথ বাউড়ি (৬০)। বাড়ি হুগলির তারকেশ্বর থানার মাহেশপুরে। জানা গেছে, পারিবারিক অশান্তির জেরে বুধবার তিনি বাড়িতে বিষ পান করেন। এরপর পরিবারের লোক তাঁকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় বৃহস্পতিবার তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীন এদিন সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়।

স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নেই, বিপাকে ছাত্রছাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ বছর খানেক ধরে ৮১জন ছাত্রছাত্রীসহ শিক্ষকরা পড়ছেন বিপাকে। কারণ স্কুলে কোনও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নেই। সারা দেশ জুড়ে যখন স্বচ্ছভারত অভিযান পালন করা হচ্ছে তার পাশাপাশি শৌচাগার বানাতে সরকারের পক্ষ থেকে অনুদানও দেওয়া হচ্ছে তখন, হুগলির গোঘাটের গোপালবাটী গ্রামের গোপালবাটী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোনওরকম শৌচাগার নেই। গোপালবাটীসহ ধারেপাশের গ্রাম থেকে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা নেওয়ার জন্য স্কুলে আসে। স্কুলে পানীয় জল ও মিড ডে মিলের ব্যবস্থা থাকলেও শৌচাগার নিয়ে বড় সমস্যা। এই বিষয়ে প্রশাসনকে বার বার বলেও কোনও সুরাহা হয়নি। ওই স্কুলের টিচার ইনচার্জ হারাধন সাঁতরা জানান, এব্যাপারে সমস্ত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। স্কুলটির পশ্চিম দিকে একটি বিল্ডিং-এর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সেটি ভেঙে নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত কোনও শৌচাগার তৈরি হয়নি। যদিও একটি টিনের চালা দেওয়া অস্থায়ীকর একটি শৌচাগার আছে। ওই শৌচাগারই দুজন শিক্ষক, একজন শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা ব্যবহার করছেন। আশা করি, খুব শীঘ্রই শৌচাগার ও বাথরুম তৈরি হয়ে যাবে। স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী দুর্গা রায় ও সবিতা রায়েরা জানান, একটি ছোট টিনের চালের মধ্যে বাথরুম করতে হচ্ছে। ওই বাথরুমেও নানা অসুবিধা আছে। কারণ বর্ষাকালে সাপের ভয়। অপরদিকে বাথরুমের জল বের হওয়ার জন্য কোনওরকম ব্যবস্থা নেই। সেই জমা দুর্গন্ধযুক্ত জল থেকে মশার পাশাপাশি নানারকমের জীবাণু তৈরি হয়ে রোগ ছড়াতে পারে। শৌচকর্ম করতে বাড়িতে চলে যেতে হয়। অনেক দিন ধরেই এরকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। গোঘাট ১নং বিডিও অসিতবরণ ঘোষ জানান, আমাদের নজর আছে। তাড়াতাড়ি শৌচাগার ও বাথরুম তৈরি করতে বলেছি।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনস্টিক

●সিটি স্ক্যান ●ডিজিটাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●নায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি

Dr. Nischay R, M.D. D.M.

প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।